দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 02 NOV 1992 ..
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন

শেষ পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন সংক্রান্ত খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ক'দিন ধরে একে গুজব বলে কেউ কেউ মনে করছিল, যদিও অনেকেরই এ নিয়ে কোনো সন্দেহ-সংশয় ছিল না। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, সরকার বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তিত নতুন পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা থাকবে, তবে প্রশ্ন ব্যাংকের পাঁচশত প্রশ্নের মধ্যে আর তা সীমাবদ্ধ থাকবে না। একই সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ে পাস করতে হলে প্রশ্নমালার নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশেই পৃথকভাবে নির্ধারিত পাস নম্বর পেতে হবে। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে প্রায় এক মাস ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২৫ অক্টোবর নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির ঘোষণা দেওয়া হয়। খবরে বর্তমান ও পরিবর্তিত পদ্ধতির বিশদ বিবরণ রয়েছে, আমরা এখানে আর তার উল্লেখ করতে চাইনে। আমরা শুধু বলতে চাই, একটি মাত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর পদ্ধতির এই পরিবর্তনকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবক মহল সহজভাবে নিতে পারছে না। না পারার সবচেয়ে বড় কারণ, পরবর্তী পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আগে অর্থাৎ সব স্কুলে স্টেট পরীক্ষা শুরুর প্রাক্কালে এই নতুন নিয়ম-পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্যায় ফেলবে। পদ্ধতির পরিবর্তনের আগে এই বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল।

ছাত্র-ছাত্রীরা এই নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে মিছিল ও বিক্ষোভের মাধ্যমে। এবং এ নিয়ে রাজধানীতে গত শনিবার দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে গেছে। বেশ কিছু ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পুলিশের বেধড়ক লাঠি পেটার শিকার হয়েছে এবং বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ছাত্রদের হাতে কিছু গাড়ি ও দোকানপাট ভাংচুর হয়েছে। পুলিশের প্রতি তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে এবং চলন্ত বাসে তাদের নিক্ষিপ্ত ইটপাটকেলে অনেকে আহত হয়েছে। আমরা বলবো, পুলিশের এভাবে ছাত্রদের গো-পেটানো উচিত হয়নি। তাদের আরও ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। ছাত্রদের ভালোভাবে বুঝানো উচিত ছিল। প্রয়োজনে তাদের ঘেরাও করে রাখা উচিত ছিল। পক্ষান্তরে ছাত্রদের উচ্ছৃংখল আচরণও সমর্থনযোগ্য নয়। তাদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ হওয়া উচিত ছিল সুশৃংখল। শৃংখলাবোধ শিক্ষার একটি বড় অবদান। তারা শিক্ষানবিস, তাদের কাছ থেকে শৃংখলাই সকলে প্রত্যাশা করে। তাদের মনে রাখা দরকার, তাদের ব্যাপারটি শুধু তারাই ভাবছে না, তাদের শিক্ষক-অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, সরকার সবাই ভাবছে। পরীক্ষা পদ্ধতির মত একটি গুরুতর বিষয়ে নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও সময়, সমীক্ষা, পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক ছিল। এ ধরনের বিষয়ে তড়িঘড়ি কিছু করা বা করার জন্য করা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। একবার যখন একটি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তখন অন্ততঃ আরও দুয়েক বছর তা চালু রাখা উচিত ছিল। তাতে হয়তো আরও ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়তো। আজ যারা প্রায় এক মাসের পর্যালোচনায় পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালেন, আগে তারা কোথায় ছিলেন? আগেই যদি তারা তাদের এরূপ কর্মতৎপরতার পরিচয় দিতেন, তাহলে কি এখন এই সমস্যা দেখা দিত? পরিবর্তন আংশিক হলেও কথা ছিল যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তা মৌলিক এবং ব্যাপক। এই পরিবর্তনের সঙ্গে আগামীর পরীক্ষার্থীরা কিভাবে খাপ খাইয়ে নেবে? বর্তমান পদ্ধতি আরও দুয়েক বছর চালু থাকলে এবং কিছু বেশী ছাত্র-ছাত্রী এই পদ্ধতির বদৌলতে পাস করলে কি দেশের খুব ক্ষতি হতো? আমরা মনে করি, পরিবর্তন পূর্ব পদ্ধতি বা সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে পূর্ব পদ্ধতি আরও অন্ততঃ দু'বছর বহাল রাখা উচিত। এর মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করে একটি ত্রুটিমুক্ত পদ্ধতি প্রবর্তন করা হোক, যাতে ঐ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর খুব সহসা তার পরিবর্তনের প্রয়োজন না পড়ে।